গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.legislativediv.gov.bd

বিষয়: প্রস্তাবিত "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬" এর খসড়ার উপর মত বিনিময়ের লক্ষ্যে ০৯ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব আনিসুল হক এম.পি., মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্থান : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
তারিখ : ০৯ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬ এর খসড়ার উপর মত বিনিময়ের লক্ষ্যে ০৯ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো। এতদ্ব্যতীত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বেগম তারানা হালিম এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে খসড়াটির উপর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং ভারপ্রাপ্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

০২। **উপস্থাপনা ও আলোচনা:**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ সনে প্রণীত হয় এবং উক্ত আইন পরবর্তীতে ২০০৯ ও ২০১৩ সনে দু'বার সংশোধন করা হয়। সময়ের ব্যবধানে বিদ্যমান বাস্তবতায় সাইবার এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে আইনী কাঠামোর ভিতরে আনার লক্ষ্যে "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অত:পর সভাপতির আহ্বানে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন।সিনিয়র সচিব ২০০৬ সনের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন।তিনি ২০০৬ এর আইনটি বহাল রেখে প্রস্তাবিত আইনটি পৃথকভাবে প্রণয়ন করা ভাল হবে নাকি উক্ত আইনটিকে রহিতক্রমে উহার বিষয়বস্তু এবং প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য তথা স্কীমকে সমন্বয়ক্রমে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা ভাল হবে উহার উপর মতামত আহ্বান করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ই-ট্রানজেকশন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-পেমেন্ট, ডিজিটাল ডিভাইস, ট্রাফিক ডাটা, ইলেকট্রনিক জালিয়াতি, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং মানহানি, অপরাধের অ-জামিনযোগ্যতা এবং আমলযোগ্যতার বিষয়ে সকলের মতামত জানা প্রয়োজন।

এ পর্যায়ে বেসিস এর সভাপতি ২০০৬ এর আইন এবং প্রস্তাবিত আইনটির খসড়া প্রণয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এরপর তিনি প্রস্তাবিত আইনটির বিভিন্ন টেকনিকাল বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন শিরোনামে পৃথক প্রণয়ন করেনি এবং বাংলাদেশ প্রথম এ ধরনের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা প্রশংসনীয়। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণ প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন বিধানের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তা আলোচনায় অংশগ্রহণক্রমে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধের তদন্তকালে তারা নানা রকম টেকনিকাল অসুবিধার সম্মুখীন হন। প্রস্তাবিত আইনে উক্ত সমস্যাসমূহ দূরীকরণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, সফটওয়ার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবট, ইত্যাদি ব্যবহারপূর্বক সংঘটিত অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে সহায়ক বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

বিটিআরসি'র মহাপরিচালক বলেন, অনলাইন ভিত্তিক তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের একাধিক বিভাগ/দপ্তর সম্পৃক্ত। এর মধ্যে যেমন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ রয়েছে তেমনি বিটিআরসি'সহ অন্যান্য কতিপয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কও রয়েছে। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এই প্রক্রিয়ার অংশ। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং আইনের বাস্তবায়নের জন্য একটি অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন। উক্ত দপ্তরটি স্বাধীন প্রকৃতি অর্থাৎ, এটিকে একটি অধিদপ্তর বা সমপ্রকৃতির ক্ষমতাসম্পন্ন দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়ন কমিটির পক্ষ হতে খসড়া প্রণয়নকালে বিবেচ্য প্রেক্ষাপট ও বিষয়সমূহ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়। এছাড়া, উক্ত সময়ে যে সকল বিদেশী আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রস্তাবিত খসড়াটির কতিপয় দফার উপর মতামত প্রদান করেন। তিনি প্রস্তাবিত আইনের দফা ৫ এ প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সী গঠনসহ দফা ২(১৯) এ প্রস্তাবিত সংজ্ঞা, দফা ৬ এ প্রস্তাবিত জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল, দফা ৮ এ প্রস্তাবিত অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর নিরীক্ষা এবং পরিদর্শনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের ক্ষমতা পুনর্বিবেচনা, দফা ১৪ তে প্রস্তাবিত সম্ভাব্য লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশদানের ক্ষমতা, দফা ১৫ তে উল্লিখিত ডিজিটাল বা সাইবার সন্ত্রাসী কার্য, ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত খসড়ার দফা ১৪ বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে মত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি মহোদয় তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, সভায় উপস্থাপিত বক্তব্য ও মতামত বিবেচনায় নিয়ে দ্রুতই প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হবে। প্রয়োজনবোধে, উক্ত খসড়াটির উপর পুনরায় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণক্রমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

০৩। **সিদ্ধান্ত:**

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যথা:-

(ক) প্রস্তাবিত আইনের প্রশাসনিক বা বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়সহ কতিপয় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ধারনী বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে;

(খ) বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৭ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে;

(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫৭ বিলুপ্ত করে উহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রস্তাবিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেক্ষেত্রে উক্ত ধারার বিধানের আলোকে অপরাধের মাত্রা/গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে অপরাধ সুনির্দিষ্টক্রমে দন্ডের মাত্রা নির্ধারণ করা হবে;

(ঘ) প্রস্তাবিত আইনের দফা ১৪ অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক বিধায় উক্ত দফাটি বাদ দেয়া যেতে পারে;

(ঙ) প্রস্তাবিত খসড়া, আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত এবং উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা গ্রহণক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ একটি সংশোধিত খসড়া প্রস্তুত করবে এবং উক্ত খসড়ার উপর আগস্ট মাসের সুবিধাজনক সময়ে পরবর্তী আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা যেতে পারে;

(চ) প্রস্তাবিত খসড়া আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২'সহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনা এবং তদনুযায়ী প্রস্তাবিত খসড়াটির উৎকর্ষ সাধন করা হবে;

(ছ) সংশোধিত খসড়া প্রস্তুতকালে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এবং ব্যক্তির পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

০৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

20/09/2017

(আনিসুল হক এম.পি)
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।